ভোরের কাগজ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬ ...

SEP 10 2002

আনোয়ারউল্লাহর পথেই হাঁটছেন বুয়েটের ভিসি!

কাগজ প্রতিবেদক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদত্যাগী উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীর পথকেই ব্যবহার করে চলেছেন বুয়েটের নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ আলী মূর্তাজা। ছাত্রছাত্রীদের প্রবল আন্দোলনকে মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ ঢা.বির সাবেক উপাচার্য আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীর মতোই পুলিশের লাঠিচার্জ, টিয়ারগ্যাস দিয়ে ছাত্র-বিক্ষোভ দমালেন বুয়েটের

● এরপর-পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

আনোয়ারউল্লাহ

মোঃ আলী মূর্তাজা

আনোয়ারউল্লাহর পথেই হাঁটছেন বুয়েটের ভিসি

● প্রথম পাতার পর

বর্তমান উপাচার্য। পুলিশের পাশাপাশি অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীর মতো ছাত্রদলের পেশিশক্তিকেও ব্যবহার করলেন বুয়েটের উপাচার্য। আন্দোলনকারীদের কার্যকর এবং ফলপ্রসূ উপায়ে মোকাবিলা না করে পুলিশ এবং ছাত্রদলের মাধ্যমে আন্দোলন দমানোর কৌশলের কারণে দেশের দুই শীর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে স্থবির অবস্থা বিরাজ করছে বলে সংশ্লিষ্টরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীরা যখন চূড়ান্ত আন্দোলন গড়ে তোলে সেদিন ২৯ জুলাই ছাত্রছাত্রীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন দমাতে পুলিশ এবং ছাত্রদল যৌথভাবে টিএসসি ও এর আশপাশে ব্যাপক হামলা চালায় ছাত্রছাত্রীদের ওপর।

অপরদিকে বুয়েটে আমরণ অনশন কর্মসূচির ৭ম দিনে ছাত্রছাত্রীরা যখন তাদের দাবি মেনে নেওয়ার জন্য ১ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দেয় বুয়েট কর্তৃপক্ষকে, তার ঘণ্টাখানেক পরই ছাত্রদের ওপর যৌথভাবে তাণ্ডব চালায় ছাত্রদল-শিবির এবং পুলিশ বাহিনী।

এর আগে দুপুর দেড়টায় বুয়েট কর্তৃপক্ষ আন্দোলন দমাতে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে দেন বুয়েট। ছাত্রছাত্রীরা বন্ধের ঘোষণা অগ্রাহ্য করে ক্যাম্পাসে তাদের অনশন কর্মসূচিসহ অন্যান্য আন্দোলন কর্মসূচি চালিয়ে যেতে থাকে। বন্ধ ঘোষণাকে কার্যকর করতে প্রশাসনের নির্দেশে পুলিশ এবং ছাত্রদল-শিবির আন্দোলনকারীদের ক্যাম্পাস থেকে হটিয়ে দিতে তাদের ওপর সাঁড়াশি আক্রমণ চালায়।

গত ২৩ জুলাই গভীর রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুননাহার হলে পুলিশি বর্বরতার পরদিন থেকে পরিস্থিতি সম্পর্কে একের পর এক মিথ্যাচার এবং পরস্পরবিরোধী বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী। আন্দোলনরত হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীকে তিনি বহিরাগত এমনকি গার্মেন্টস কর্মী হিসেবে উল্লেখ করেন। এক পর্যায়ে প্রবল আন্দোলনের মুখে পদত্যাগে বাধ্য হন তিনি।

বুয়েটের নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ আলী মূর্তাজা দায়িত্বপ্রাপ্তির দিন থেকেই বুয়েটের ছাত্র আন্দোলনকে 'মুষ্টিমেয়' বা কতিপয় ছাত্রের আন্দোলন বলে উল্লেখ করে আসছেন।

গত বুধবার বুয়েট ক্যাম্পাসে কমপক্ষে সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী তাদের দাবির সমর্থনে মিছিল বের করলেও তিনি আবারও ঐ ছাত্রদের সংখ্যাকে 'মুষ্টিমেয়' হিসেবে উল্লেখ করেন। এরপর গত শনিবারও সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী বিশাল মিছিল সহকারে উপাচার্যের অফিস ঘেরাও করলে তিনি 'কিছু ছাত্রের' আন্দোলন বলে উল্লেখ করেন। উপাচার্য চলমান ছাত্র আন্দোলন নিয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুকের সঙ্গে একাধিকবার দেখা করলেও আন্দোলনের ব্যাপ্তি এবং বিশালতা মেনে নিতে চাননি।

বুয়েটের সংশ্লিষ্ট মহলগুলো বলছেন, কর্তৃপক্ষের ভাষ্য মতে 'কতিপয় ছাত্র' কঠোর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মিছিল, সমাবেশ করলে প্রথম দিনই ভিসি তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি কেন? এদের মতে, প্রথম থেকেই আন্দোলনের বাস্তবতা উপলব্ধি করে কার্যকর এবং ফলপ্রসূ পদক্ষেপ গ্রহণ করলে বুয়েটে এই অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো না।

বুয়েট অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণার পূর্ববর্তী দুদিন সকাল ১০টার পর অধিকাংশ ক্লাস অনুষ্ঠিত না হলেও উপাচার্য বলেছেন, ক্লাসসমূহ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনশনস্থলে শত শত ছাত্রের উপস্থিতি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ বলেছিলেন, অনশনস্থলে অনুষ্ঠেয় গান, কবিতা শুনতে এবং বিনোদন করতেই বিভিন্ন হল থেকে ছাত্রছাত্রীরা অনশনস্থলে সমবেত হয়।

গত ৭ সেপ্টেম্বর বুয়েট কর্তৃপক্ষের প্রেরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অল্পসংখ্যক শৃঙ্খলা পরিপন্থী কার্যকলাপের মুখেও কর্তৃপক্ষ পরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু গত রোববার ছাত্রছাত্রীদের উপাচার্য ভবন ঘেরাওকালে কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পুলিশ বিনা উস্কানিতে ছাত্রছাত্রীদের ওপর হামলা চালায়। পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদল এবং শিবিরও ছাত্রছাত্রীদের ওপর হামলা চালায়।

ছাত্রদল-শিবিরের হামলার বিষয়টি প্রতিটি পত্রিকায় ছবিসহ ফলাও করে প্রকাশ হলেও গত রোববার সন্ধ্যায় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে উপাচার্য এ বিষয়টিকে গুজব বলে অভিহিত করেছেন।

আন্দোলনরত ছাত্ররা আমরণ অনশন কর্মসূচি শুরু করলে বুয়েট কর্তৃপক্ষ প্রথম কয়েক দিন তাদের স্যালাইনসহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করেননি বলে অভিযোগ করেছেন অনশনরতদের চিকিৎসায় নিয়োজিত একাধিক ডাক্তার। অথচ কর্তৃপক্ষ বলেছেন, অনশনরতদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে সার্বক্ষণিক খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ২৩ জুলাই শামসুননাহার হলে পুলিশি বর্বরতার পর দিন এক সংবাদ সম্মেলনে তৎকালীন উপাচার্য বলেছিলেন, ঘটনা সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সাক্ষ্য-প্রমাণে দেখা যায় ঐ রাতে হলে অবস্থানরত বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ সহকারী প্রোক্টর উপাচার্যের সঙ্গে রাত সাড়ে ৩টা পর্যন্ত ফোনে আলাপ করেছেন। বহিরাগত ছাত্রদল নেত্রী লুসি, শান্তাও ভিসির সঙ্গে যে ফোনে কথা বলেন তাও বিচার বিভাগীয় তদন্তে প্রমাণিত হয়। পরে আন্দোলন যতো তীব্র হয়েছে শামসুননাহার হল সম্পর্কে উপাচার্যের বক্তব্য ততো পরিবর্তিত হয়েছে। ৮ সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রীর মিছিলকে তিনি বহিরাগত, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী এমনকি গার্মেন্টস কর্মী হিসেবে উল্লেখ করে পরিস্থিতি মূল্যায়নে তার ব্যর্থতাকেই প্রমাণ করেছেন। অবশেষে তীব্র আন্দোলনের এক পর্যায়ে অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী পদত্যাগে বাধ্য হন।